মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২ এর চূড়ান্ত খসড়া

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা,......................., ১৪২৯......................., ২০২২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ...., ১৪২৯ মোতাবেক ...., ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :-

২০২২ সনের ...... নং আইন

বাংলাদেশে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস এর উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ও তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

ধারা- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন ।- (১) এই আইন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে;

(২) সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন কার্যকর হইবে;

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

ধারা- ২। সংজ্ঞা ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) ''অর্থনৈতিক কোড'' অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থনৈতিক কোড;

(২) ''অনুমতিপত্র'' অর্থ ১৮ ধারা এর অধীন প্রদত্ত এজেন্সি অনুমতিপত্র;

(৩) ''অভিযোগ'' অর্থ ধারা ৩৪(৭) এর অধীন দায়েরকৃত অভিযোগ;

(৪) ''অভিযোগকারী'' অর্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যদি এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ দায়ের করেন;

(ক) গ্রাহক;

(খ) একই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক গ্রাহক;

(গ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারি;

(ঘ) সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সরকারি কর্মচারি;

(৫) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৫ এর উপধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(৬) ''মেইলিং অপারেটর'' অর্থ সরকারের ডাকসেবা প্রদানকারী সংস্থা ব্যতীত অন্য কোনো পরিচালনাকারী (Operator), যে বা যাহারা কতক নির্দিষ্ট মেইলিং বা বিলি সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহার সেবাসমূহের মধ্যে পার্সেল, লজিস্টিকস, বিলি, কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস সেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে ইউনিভার্সাল পোস্টাল সার্ভিস ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৭) ''কুরিয়ার সার্ভিস'' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি যে বা যাহারা নির্দিষ্ট কতক গ্রাহকের নিকট ইউনিভার্সাল ডাক সেবা ব্যতীত উচ্চতর বা প্রিমিয়াম মান ও মূল্য সংবলিত মেইলিং সেবা প্রদান করিয়া থাকে এবং ইহার সেবাসমূহের মধ্যে পার্সেল, লজিস্টিকস গ্রহণ ও বিতরণ, কুরিয়ার, এক্সপ্রেস, ট্রান্সপোর্ট, ডকুমেন্ট, বিশেষায়িত ও প্রিমিয়াম পোস্টাল সার্ভিস এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যাবতীয় অনলাইন ও অফ লাইনসহ অন্যান্য ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি'' অর্থ সরকার বা কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারি ;

(৯) ''গ্রাহক'' অর্থ উপ-ধারা ৬ ও ৭ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের বিনিময়ে সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(১০) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(১১) ''তফসিল'' অর্থ এই আইনের যেকোনো তফসিল;

(১২) ''নিষিদ্ধ দ্রব্য'' অর্থ তফসিল ১ এ বর্ণিত কোনো দ্রব্য;

(১৩) ''প্রবিধান'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৪) ''ফৌজদারি কার্যবিধি'' অর্থ Code of Criminal Procedure 1898(Act No. V of 1898);

(১৫) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৬) "বিভাগ" অর্থ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;

(১৭) "ব্যক্তি" অর্থ কোন কোম্পানি, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এক মালিকানা কারবার, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ ও সংগঠন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) "মন্ত্রণালয়'' অর্থ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;

(১৯) ''লাইসেন্স'' অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(২০) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য;

(২১) " তহবিল" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(২২) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(২৩) "প্রতিষ্ঠান" অর্থ এই আইনের অধীন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান;

(২৪) "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972 এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে;

(২৫) "সার্ভিস চার্জ" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশের ডাক পরিষেবা ও উহা সম্প্রসারণের জন্য মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর সরকারের আরোপিত সার্ভিস চার্জ;

(২৬) "জরিমানা" অর্থ এই আইনের আওতায় ধার্যকৃত জরিমানা।

ধারা- ৩। আইনের অপ্রযোজ্যতা ।- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ডাক ব্যাগসমূহ, কূটনৈতিক ডাক ব্যাগসমূহ, সশস্ত্র বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের ডাক ব্যাগসমূহ, পরিবহন ও বিতরণের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

ধারা- ৪। আইনের প্রাধান্য।– আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

ধারা- ৫। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে;

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার, চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা ও উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার এই কর্তৃপক্ষের থাকিবে, এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ধারা- ৬। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।- কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের অন্য যেকোন স্থানে উহার আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

ধারা- ৭। কর্তৃপক্ষের গঠন ।-(১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব হইবেন;

(২) (ক) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন;

(খ) তিনি এই আইন ও তদধীন বিধি, প্রবিধান অনুসারে, কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যান, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার যেকোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে সদস্য এবং কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারিকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের তিনজন সদস্য থাকিবেন, যাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন সরকারের উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন হইবেন। সদস্যদের মধ্যে একজন ডাক বিভাগের কর্মকর্তা হইবেন, সদস্যদের দায়িত্ব চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৪) চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ সরকার কর্তৃক পূর্ণকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

ধারা- ৮। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।- (১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে;

(২) উপ-বিধি (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবে, যথা:

(ক) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্স ফি, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি আদায় ও উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অধিকার নির্ধারণ;

(ঘ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান (standard) নির্ধারণ ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্তরূপে নির্ধারিত মান অনুসরণ করিয়া পরিচালিত হইতেছে কি-না উহা পরিবীক্ষণ এবং মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিসের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঙ) গ্রাহক এবং মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ, বা উক্তরূপ সার্ভিস প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সহিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যকার বিরোধ বা অন্য কোনো আন্তঃসংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারক হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(চ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলি ভঙ্গ বা লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা, জামানত বাজেয়াপ্ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও উহা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ;

(জ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসংক্রান্ত নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন;

(ঝ) সর্বোচ্চ ডাক প্রেরণকারী গ্রাহক, সংস্থা বা ব্যক্তি ও সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানকারী মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান;

(ঞ) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকান্ড স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতার সহিত সম্পাদন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) আন্তর্জাতিকভাবে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিসের মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্সিজ, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, ওয়ারশ কনভেনশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলি অনুসরণ এবং ইহার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের নিয়মাবলি, আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(ড) মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঢ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স ফি, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি'র হার নির্ধারণ;

(ণ) লাইসেন্সের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আনুষঙ্গিক সকল এবং উপরে বর্ণিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন;

(থ) কর্তৃপক্ষের জন্য, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন সম্পত্তি ক্রয় এবং অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ;

(দ) অবসায়ক নিয়োগ, ইত্যাদি।— কর্তৃপক্ষ-

(অ) কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা অবসানের ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে, অবসায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে;

(আ) কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হইবার ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশক্রমে, প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

ধারা- ৯। কর্মকর্তা-কর্মচারি, ইত্যাদি।– কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা- ১০। অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা, ইত্যাদি।- (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, কুরিয়ার সার্ভিসের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তিকে কুরিয়ার সার্ভিসের গুণগত মান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি উক্ত পরামর্শ ও মতামত অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(২) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশেষ করে জাল জালিয়াতি প্রতিরোধ, সরকারী রাজস্ব আদায় সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ধারা ২ এর ৬ ও ৭ উপ-ধারায় বর্ণিত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যসহ অন্য যেকোন তথ্য জানার জন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা যাচনা করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে উক্তরুপ সহায়তা প্রদানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিষয়াদি

ধারা- ১১। কর্তৃপক্ষের তহবিল ।- (১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার কর্তৃক বিশেষ মঞ্জুরি;

(গ) এই আইনের অধীনে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান হইতে আদায়কৃত লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি, সার্ভিস চার্জ, জরিমানা ও অন্যান্য অর্থ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন জাতীয় বা বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা ঋণ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে কর্তৃপক্ষের নামে রাখা হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালনা করা হইবে;

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সম্পাদিতব্য কার্যাবলীর এবং কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সাধন ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়মনীতি ও বিধি বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষের তহবিলে কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে সরকারের নির্দেশ অনুসারে উহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

ধারা- ১২। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।— কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে ইহার উল্লেখ থাকিবে।

ধারা- ১৩। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা- (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন;

(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accounts Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব প্রতি বৎসর নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে;

(৪) উপধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন;

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার ও অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট হইতে এই বিষয়ে তথ্য জানিতে পারিবেন।

ধারা- ১৪। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন ব্যাংক বা ঋণ প্রদানকারী সংস্থা বা অন্য কোন উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ধারা- ১৫। বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তদকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনমত, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার কর্মকান্ড বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন তথ্য, পরিসংখ্যান, হিসাব-নিকাশ, আনুষঙ্গিক কাগজাদি ও তথ্যাদি তলব করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) সরকার, যে কোন সময়, কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড অথবা যে কোন প্রকার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
কমিটি, ইত্যাদি

ধারা- ১৬। কমিটি গঠন, ইত্যাদি।—সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে ডাক সার্ভিস এবং মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত, অভিজ্ঞ ও পেশাদারিত্ব জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক পরামর্শক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। পরামর্শক কমিটির কর্ম পরিধি এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
লাইসেন্স ইস্যু ও বাতিল, ইত্যাদি

ধারা- ১৭। লাইসেন্স ইস্যু ও বাতিল, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনার জন্য লাইসেন্স ইস্যু, ইস্যুকরণ পদ্ধতি, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, বাতিল ও বাতিলের শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) উপধারা ১ এর অধীনে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিত ধারা ২ এর ৬ ও ৭ উপ-ধারায় বর্ণিত কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে সরকারি ও বেসরকারি কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি কোন ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

ধারা- ১৮। এজেন্সি, ইত্যাদি।-লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে, এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রাপ্তির পর এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে মেইলিং ও কুরিয়ার ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিবে।

ধারা- ১৯। গ্রাহকের নিকট হইতে নিষিদ্ধ দ্রব্য, অস্ত্র, মাদক দ্রব্য ইত্যাদির প্যাকেট বা পার্সেল গ্রহণ।—কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ দ্রব্য, অস্ত্র, মাদক দ্রব্য ইত্যাদি পরিবহন করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অপরাধ, দণ্ড, তদন্ত, বিচার

ধারা- ২০। লাইসেন্স ব্যতীত বা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দণ্ড।- কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ব্যতীত বা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিলে, ন্যূনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা- ২১। মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করিবার দণ্ড।- সেবার মূল্য তালিকা মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা কার্যালয়ে সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে লটকাইয়া প্রদর্শন করিতে হইবে, অন্যথায় অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা- ২২। ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্য রাখিবার দণ্ড।- কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান এই আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য রাখিলে বা রাখিবার প্রস্তাব করিলে অনধিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা- ২৩। এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া নগদ অর্থ ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের দণ্ড।- এই আইনের অধীন লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া কোনো পার্সেল বা প্যাকেটের ভিতরে কোনো ধরনের নগদ অর্থ বা বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ বা পরিবহন করা যাইবে না। যদি কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের এই শর্ত ভঙ্গ করে, সে ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা- ২৪। নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ, পরিবহন বা বিতরণের দণ্ড।-এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনে তফসিল-১ এ উল্লেখিত কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবহন, সংরক্ষণ, গ্রহণ বা প্রেরণের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট আইন প্রযোজ্য হইবে; যথা: মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রযোজ্য হইবে ইত্যাদি। তবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে কোনো বাধা থাকিবে না।

ধারা- ২৫। নির্ধারিত সময়ে সার্ভিস চার্জ জমা না করার দণ্ড।- কোনো মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে সরকারের অনুকূলে সরকারের প্রাপ্য সার্ভিস চার্জ জমা না করিলে, ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা- ২৬। সার্ভিস চার্জ ফাঁকি দেওয়ার দণ্ড।- কোনো মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কারচুপির আশ্রয় নিয়া সার্ভিস চার্জ কম দেখানো বা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিলে, ন্যূনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা- ২৭। বুকিং কালে বন্ধ প্যাকেট বা পার্সেল গ্রহণ করার দন্ড।- কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান যদি বুকিং কালে বন্ধ প্যাকেট বা পার্সেল গ্রহণ করে, সে ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাসের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা- ২৮। অনুমতিপত্র গ্রহণ ও নবায়ন ব্যতীত এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার দন্ড।- কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র গ্রহণ ও নবায়ন ব্যতীত এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করিলে ন্যূনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা- ২৯। এজেন্সি অনুমতিপত্র বিহীন কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসাবে ব্যবসা পরিচালনার দন্ড।- কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, এজেন্ট নিয়োগের অনুমতিবিহীন কোনো মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করিলে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাসের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা- ৩০। এক শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া অন্য শ্রেণির ব্যবসা পরিচালনার দন্ড।- যদি কোনো মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান যে শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছে সেই শ্রেণির ব্যবসার পাশাপাশি অন্য শ্রেণির ব্যবসা পরিচালনা করে বা শ্রেণি পরিবর্তন করিয়া অন্য শ্রেণির ব্যবসা পরিচালনা করে, সেই ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) মাসের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা- ৩১। অপরাধ পুনঃসংঘটনের দন্ড।- এই আইনে উল্লেখিত কোনো অপরাধের জন্য দন্ডিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি পুনরায় একই অপরাধ করে তবে উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ দন্ডের দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

ধারা- ৩২। মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- কোনো মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে, উক্ত মেইলিং অপারেটর বা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মালিকগণ, অংশীদার, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজার, অথবা অন্য কোনো কর্মচারি বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার বা তাহাদের অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি বা তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ধারা- ৩৩। অপরাধের বিচার।—(১) ফৌজদারী কার্য বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মচারির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবেন না;

(২) ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগের ক্ষেত্রে-

(ক) আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে;

(খ) Code of Criminal Procedure, 1898 এ নির্ধারিত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এই আইনের অধীন নির্ধারিত অর্থদণ্ড আরোপে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না;

(৩) এই আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া বিচারকার্য সম্পাদন করা যাইবে;

(৪)ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালায় উল্লেখকৃত নিষিদ্ধ দ্রব্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ ব্যতীত অন্য সকল অপরাধ জামিনযোগ্য (bailable), অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও আপোসযোগ্য (compoundable) হইবে;

(৫) কোন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা জমা না দিলে বা নোটিশের প্রেক্ষিতে হাজির না হইলে উক্ত লংঘন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদানুসারে লংঘনকারীর বিচার হইবে।

(৬) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ, মাদক দ্রব্য পরিবহন নিয়ন্ত্রণসহ ইত্যাদি বিষয়ে বলবৎ অন্য আইনের কার্যক্রমকে এই আইন বাধাগ্রস্ত করিবে না, তবে শর্ত থাকিবে যে, একই অপরাধে একাধিক আইনে বিচার করা যাইবে না।

(৭) Limitation Act, 1908 (Act. No. IX of 1908) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩৬(৭) এর অধীন অভিযোগ দায়ের হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলা দায়েরের নিমিত্ত অভিযোগপত্র দাখিল করা না হইলে, ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করিবেন না।

(৮) (ক) এই আইনের বিধানের পরিপন্থী কোনো কার্যের অভিযোগে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কোনো মামলা সরাসরি করা যাইবে না;

(খ) কোনো গ্রাহক বা অভিযোগকারী চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

ধারা- ৩৪। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীতব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা, জরিমানা ইত্যাদি ।-(১) এই আইনের অধীন গ্রাহকের অধিকার সংরক্ষণ, নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবহন বা কুরিয়ার মাধ্যম ব্যবহার করিয়া অন্য কোনো অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ বিষয়ে কোনো কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, সমীচীন মনে করিলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দন্ড আরোপ না করিয়া এবং ফৌজদারি মামলা দায়েরের লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া, কেবল জরিমানা আরোপ, জামানত বাজেয়াপ্ত, লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনের অধীন সর্বোচ্চ যে অর্থদন্ড রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে না;

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত কোনো জরিমানা অনাদায়ের ক্ষেত্রে কারাদন্ড আরোপ করা যাইবে না;

(৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন;

(৫) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, জরিমানা ইত্যাদি বিষয়াদি লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ লঙ্ঘনকারীকে এই মর্মে একটি নোটিশ দিবে যে, তিনি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর তাহার দোষ স্বীকার করিয়া নোটিশে নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হইতে পারেন এবং এই ব্যাপারে তাহার কোন বক্তব্য থাকিলে তাহাও উপস্থাপন করিবেন;

(৬) উপ-ধারা (৫)-এ উল্লেখিত বিষয়াবলীর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকের ও অভিযুক্তের দায়িত্ব ও করণীয় এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৭) কারণ উদ্ভবের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অভিযোগ চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার নিকট দায়ের না করিলে উক্ত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হইলে চেয়ারম্যান উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পরও কোন অভিযোগ আমলে নেওয়ার বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন।

ধারা- ৩৫। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আপীল ও রিভিউ।- (১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে -

(ক) চেয়ারম্যানের অধঃস্তন কোনো কর্মকর্তা প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানের নিকট; এবং

(খ) চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে সচিব অথবা সিনিয়র সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিকট আপীল করিতে পারিবেন;

(গ) উপ-ধারা (১) এর অধীন দফা (ক) ও (খ) এ প্রদত্ত আপীল আদেশের বিষয়টি পুন:বিবেচনার জন্য আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট রিভিউ এর আবেদন করা যাইবে;

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

ধারা- ৩৬। প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিদর্শক নিয়োগ, পরিদর্শন, অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও তদন্ত পদ্ধতি।- (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিবে;

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, বিশেষ প্রয়োজনে, সরকারের অনুমোদনক্রমে, সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারিকে পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং দায়িত্ব পালনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মচারি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন কুরিয়ার সার্ভিস পরিদর্শক হিসাবে গণ্য হইবেন;

(৩) উপধারা (১) বা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকেন;

(৪) উপধারা (১) ও (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ধারা- ৩৭। সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য।- এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা- ৩৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ধারা- ৩৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ধারা- ৪০। তফসিল সংশোধন।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিয়া কোন নিষিদ্ধ দ্রব্যের নাম অন্তর্ভুক্ত বা কর্তন এবং এতৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে পারিবে।

ধারা- ৪১। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।-এই আইনের কোনো বিধান এবং কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পর্কে এই আইনের বিধানে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, এই আইন ও এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, গেজেট বিজ্ঞপ্তির দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করত: উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতে পারিবে।

ধারা- ৪২। এই আইনের প্রাধান্য।—The Post Office Act, 1898 (ACT NO. VI OF 1898), The Post Office (Amendment) Act, 2010 (২০১০ সনের ১ নং আইন), এস.আর.ও নং ২৮৮-আইন/২০১১; তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা জারিকৃত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১১ এবং এস.আর. ও নং- ৩৪৯ আইন/ ২০১৩ তারিখ ১১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা জারিকৃত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

ধারা- ৪৩। হেফাজতকরণ।-এই আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও The Post Office Act, 1898 (ACT NO. VI OF 1898), The Post Office (Amendment) Act, 2010 (২০১০ সনের ১ নং আইন), এস.আর.ও নং ২৮৮-আইন/২০১১; তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা জারিকৃত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১১ এবং এস.আর. ও নং- ৩৪৯ আইন/ ২০১৩ তারিখ ১১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা জারিকৃত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩ এর অধীনে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃত সকল কর্মকান্ড এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে সম্পাদিত হইয়াছে।

ধারা- ৪৪। মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ ।-এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে এবং ইংরেজিতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic Text) থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

(মো: খলিলুর রহমান)
সচিব

তফসিল- ১
(ধারা-১৯ দ্রষ্টব্য)
(নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকা)

নিম্নবর্ণিত দ্রব্য এই আইনের অধীন নিষিদ্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

১। The Post Office Rules, 1961 এর rule 49 এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এ বর্ণিত মাদকদ্রব্য;

৩। Drugs (Control) Ordiance, 1982 এ বর্ণিত ড্রাগসমূহ;

৪। বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪ এবং Explosive Substances Act, 1908 এ সংজ্ঞায়িত বিস্ফোরক;

৫। Arms Act, 1878 এবং Explosive Act, 1984 -এ বর্ণিত অস্ত্র;

৬। এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

৭। Customs Act, 1969 এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

৮। ইউনিভার্সাল পোর্স্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union), ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (World Trade Organization), ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (International Civil Aviation Organization) প্রভৃতি সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

৯। আমদানি ও রপ্তানি নীতি বা আদেশ -এ বর্ণিত নিষিদ্ধ দ্রব্য;

১০। চোরাচালানকৃত কোনো দ্রব্য, শুল্ক ফাঁকি দিয়া আনীত কোনো দ্রব্য;

১১। ক্ষতিকর বা অশ্লীল কোনো কিছু, সাম্প্রদায়িক, উষ্কানিমূলক, শ্রেণি বৈষম্যমূলক, অনুভূতিতে আঘাত হানে এই রূপ, ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবমাননাকর, রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্য সংবলিত হস্তলিখিত, মুদ্রিত বা ডিজিটাল ডিভাইসে প্রোথিত রচনা ইত্যাদি।

১২। অন্য কোনো আইন বা বিধির অধীন ঘোষিত জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, হুমকিস্বরূপ, রাসায়নিক, তেজস্ক্রিয় এবং প্রাণহানিকর দ্রব্য;

১৩। সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত নিষিদ্ধ দ্রব্য।